কালের কণ্ঠ

তারিখ 05 APR 2014
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

সাদ হত্যাকাণ্ড

মৃত্যুর আগে সাদ বলেন
ছাত্রলীগের ছেলেরাই আমাকে স্টাম্প ও রড দিয়ে মেরেছে

মো. আরিফুল হক, বাকৃবি ►

'ভাইয়া, আমাকে ছাত্রলীগের ছেলেপেলেরা মেরেছে। আমি হাসপাতালে ভর্তি। আমার অবস্থা খুব একটা ভালো নাই। এখানে কোনো চিকিৎসাও হচ্ছে না। তোমরা তাড়াতাড়ি আমার এখানে আসো। আমাকে প্রচণ্ড মেরেছে। পাঁচটা স্টাম্প ও রড দিয়ে মেরেছে। সারা শরীরে মেরেছে।' হাসপাতালের মেঝেতে শুয়ে নিজের ভাইকে মোবাইল ফোনে এই কথাগুলো

ফলোআপ ►

►► পৃষ্ঠা ৮ ক. ৬

ছাত্রলীগের ছেলেরাই আমাকে

►► প্রথম পৃষ্ঠার পর

বলেছিলেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি) ছাত্রলীগের নির্যাতনে নিহত মেধাবী শিক্ষার্থী ও ছাত্রলীগ নেতা সাদ ইবনে মমতাজ। গতকাল শুক্রবার যোগাযোগ করা হলে কান্নাজড়িত কণ্ঠে এ তথ্য দেন নিহত সাদের বড় ভাই মোয়াজ ইবনে মমতাজ।

মোয়াজ জানান, হাসপাতালে যাওয়ার পর থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত দুবার কথা হয় সাদের সঙ্গে। 'সোমবার রাত ২টার দিকে প্রথমবার হাসপাতালের এক অপরিচিত নম্বর থেকে ফোনে কথাগুলো জানায়। এর পরই ফোন কেটে যায়। মোয়াজ বলেন, সাদের সঙ্গে তাঁর শেষবারের মতো কথা হয় মঙ্গলবার সকাল ৯টা ৪০ মিনিটে। এ সময় কান্নাজড়িত কণ্ঠে সাদ তাঁকে বলেন, 'ভাইয়া আমি খুব কষ্টে আছি। কাল রাতের থেকে এখন একটু ভালো লাগছে, আমার চিকিৎসা মনে হয় আরম্ভ হয়েছে।'

বাঁচার আকুতি জানিয়ে সাদ আরেকজনের সহযোগিতায় বন্ধুকেও ফেসবুকে মেসেজ পাঠিয়েছিলেন। ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে সাদকে প্রথমে ৮ নম্বর ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। সেখানে তাঁর পাশের বেডে চিকিৎসাধীন এক রোগীর আত্মীয় কালের কণ্ঠকে বলেন, "বাথায় সারা রাত কাতরিয়েছে সাদ। এ সময় সাদ আমার কাছ থেকে মোবাইল ফোন চায়। আমি তার বাবার ফোন নম্বর চাইলে সে না দিয়ে তার ভাইয়ের নম্বর দেয়। পরে সে তার ভাইয়ের সঙ্গে মোবাইল ফোনে কথা বলে। এরপর সে তার এক বন্ধুকে রাতে বারবার ফোন দিতে থাকলেও বন্ধুর কাছ থেকে কোনো উত্তর পায়নি। এরপর সাদ আমাকে ফেসবুকে ঢুকতে বলে। ফেসবুকে সে তার এক বন্ধুর কাছে মেসেজ পাঠায়। মেসেজের ভাষাটি ছিল এমন—'আমি খুব বিপদে আছি, আমাকে তোরা বাঁচা।'"

রোগীর এই স্বজন আরো বলেন, ওই দিন রাত ৯টার দিকে সাদকে ৮ নম্বর ওয়ার্ডে আনা হয়। ৫ নম্বর বেডের নিচে তাকে কাঁথা পেতে শুইয়ে রাখে ওয়ার্ডবয়। এ সময় সাদের দুই হাত, কোমড় ও পায়ে আঘাতের চিহ্ন ছিল এবং এমনভাবে মেরেছিল যে সে ব্যথায় নড়তে পারছিল না। সেখানে সে সারা রাত শুয়ে থাকলেও কোনো ডাক্তার আসেননি।

সাদের সঙ্গে শেষ কখন দেখা হয়েছে এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'রাত ১২টা থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত আমি ওয়ার্ডেই ছিলাম। সকাল ৭টার দিকে একজন লোক সাদকে দেখতে আসে। তখন সাদ তাকে ব্যাকুল কণ্ঠে বলে, 'ভাই আপনি এত পরে আসলেন? আমার অবস্থা খুব খারাপ। আমাকে এখান থেকে নিয়ে যান।' তারপর থেকে সাদকে আর হাসপাতালে দেখা যায়নি। তবে শুনেছি তাকে ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে।'

সাদকে কে বা কারা ট্রমা সেন্টারে নিয়ে গেল এমন প্রশ্নে তাঁর বড় ভাই মোয়াজ বলেন, 'কে সাদকে হাসপাতাল থেকে ট্রমা সেন্টারে নিয়ে যায় তা আমরা জানতে পারিনি। তবে কোনো খারাপ উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হয়নি বলে সাদের সঙ্গে দ্বিতীয়বার কথা বলার সময় বুঝতে পেরেছিলাম।'

শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষর সংগ্রহ : সাদ ইবনে মমতাজের হত্যার সঙ্গে জড়িত সব অভিযুক্তের নাম প্রকাশ, ফাঁসি এবং ক্যাম্পাস থেকে তাদের আজীবন বহিষ্কারের দাবিতে গতকাল শুক্রবারও ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও গণস্বাক্ষর কর্মসূচি পালন করেছে সাধারণ শিক্ষার্থীরা। অন্যদিকে যে ছাত্রলীগের হাতে সাদ মারা গেছেন, সেই ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরাও হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবিতে গতকাল একই সময়ে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে। এ সময় দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করে।

আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী সাদ হত্যার বিচারের দাবিতে গতকাল সকাল সাড়ে ১০টার দিকে বিজয় '৭১ পাদদেশে গণস্বাক্ষর সংগ্রহের আয়োজন করে। গণস্বাক্ষর কর্মসূচিতে শিক্ষার্থীসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও অংশগ্রহণ করেন। পরে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ মিছিলে শিক্ষকরা যোগ দেন। মিছিলটি বিজয় '৭১ থেকে শুরু হয়ে লাইব্রেরির সামনে দিয়ে কামাল-রণজিত মার্কেট ঘুরে আবার বিজয় '৭১-এ গিয়ে শেষ হয়। এ সময় তারা দাবি আদায়ে প্রশাসনকে রবিবার সকাল ১০টা পর্যন্ত সময় বেঁধে দেয়।

এদিকে সাদ হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটন করে দোষীদের বিচারের দাবিতে ক্যাম্পাসে পৃথক বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে ছাত্রলীগের বিভিন্ন হল পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা। সকাল সাড়ে ১১টার দিকে বিক্ষোভ মিছিলটি ছাত্রলীগের কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে বিজয় '৭১-এর সামনের সড়ক দিয়ে কামাল-রণজিত মার্কেট হয়ে প্রশাসন ভবনের সামনে এসে শেষ হয়। সেখানে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশে ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা বলে, গুটিকয়েক স্বার্থান্বেষী মহল সাদ হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করছে। এদিকে ছাত্রলীগ মিছিল নিয়ে বিজয় '৭১ সড়ক দিয়ে যাওয়ার সময় আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা জোরে স্লোগান দিতে থাকে। এ সময় দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করলেও পুলিশ ও প্রশাসনের তত্ত্বাবধায়নে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়নি।

আজকের কর্মসূচি : আন্দোলনরত সাধারণ শিক্ষার্থীরা পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী আজ শনিবার বিকেল ৫টায় বিক্ষোভ মিছিল, সন্ধ্যা ৬টায় বিজয় '৭১ পাদদেশে মোমবাতি প্রজ্বালন কর্মসূচি পালন করবে।